আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

৬

নিকোলাই নোসভ

চৌকসের বেলুন

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

চৌকসের বেলুন

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

চৌকস বই পড়তে খুব ভালোবাসত। দূর দূর দেশের আর নানা রকম ভ্রমণের অঢেল বই সে পড়েছে। সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই যখন কিছু করার থাকত না তখন সে তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে বইয়ে যা যা পড়েছে তার গল্প করত। খোকনরা এই সমস্ত গল্প খুব ভালোবাসত। যেসব দেশ তারা কখনও দেখে নি সেখানকার কথা শুনতে তাদের ভালো লাগত, কিন্তু সবচেয়ে বেশি তারা পছন্দ করত ভ্রমণকারীদের সম্পর্কে গল্প শুনতে, কেননা নানা ধরনের অবিশ্বাস্য ঘটনা, কত অসাধারণ লোমহর্ষক কাণ্ডকারখানাই না ভ্রমণকারীদের জীবনে ঘটে!

এরকম অনেক ঘটনা শোনার পর খোকনরা ভাবতে লাগল নিজেরা ভ্রমণে বেরোলে কেমন হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পায়ে হেঁটে ভ্রমণের কথা বলল, কেউ কেউ নদীপথে ভ্রমণের কথাও বলল, কিন্তু চৌকস বলল:

'আয় আমরা বেলুন তৈরি করে আকাশে উড়ি।'

এই কল্পনাটা সকলের খুব মনে ধরল। টুকুনরা এর আগে কখনও বেলুনে চড়ে নি। খোকনদের সকলেরই ব্যাপারটা জোর মজার হবে বলে মনে হল। কেউই অবশ্য জানত না বেলুন কী ভাবে বানাতে হয়। কিন্তু চৌকস বলল সে আগাগোড়া সমস্তটা ভেবে নিয়ে কী করতে হয় পরে তাদের বলবে।

চৌকস তাই ভাবতে বসল। তিন দিন তিন রাত ধরে ভেবে ভেবে সে ঠিক করল রবারের বেলুন বানাবে। রবার বার করার কায়দা টুকুনদের জানা ছিল। তাদের শহরে রবার গাছের মতো ছোট ছোট গাছ জন্মাত। এই সব গাছের কান্ড একটুখানি কেটে দিলে সেখান থেকে সাদা রস চুইয়ে চুইয়ে পড়তে থাকে। এই রস ধীরে ধীরে ঘন হতে হতে রবার হয়ে যায়। সেই রবার থেকে তৈরি করা যায় বল্‌ আর গামবুট।

চৌকস বেলুন তৈরি করার কথা ভাবার পর রবারের রস যোগাড় করার কাজে খোকনদের লাগিয়ে দিল। সকলে রস আনতে শুরু করল। রস রাখার জন্য চৌকস একটা বড় পিপে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল। আনাড়িও রস যোগাড় করতে চলল। পথে তার দেখা হয়ে গেল বন্ধু ঝাঁকড়ার সঙ্গে। ঝাঁকড়া তখন দুটি খুকুর সঙ্গে দড়ি নিয়ে লাফালাফি খেলছিল।

'শোন্‌ রে ঝাঁকড়া, আমরা একটা দারুণ জিনিস বার করেছি!' আনাড়ি বলল। 'জানতে পারলে তুই নির্ঘাত হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরবি।'
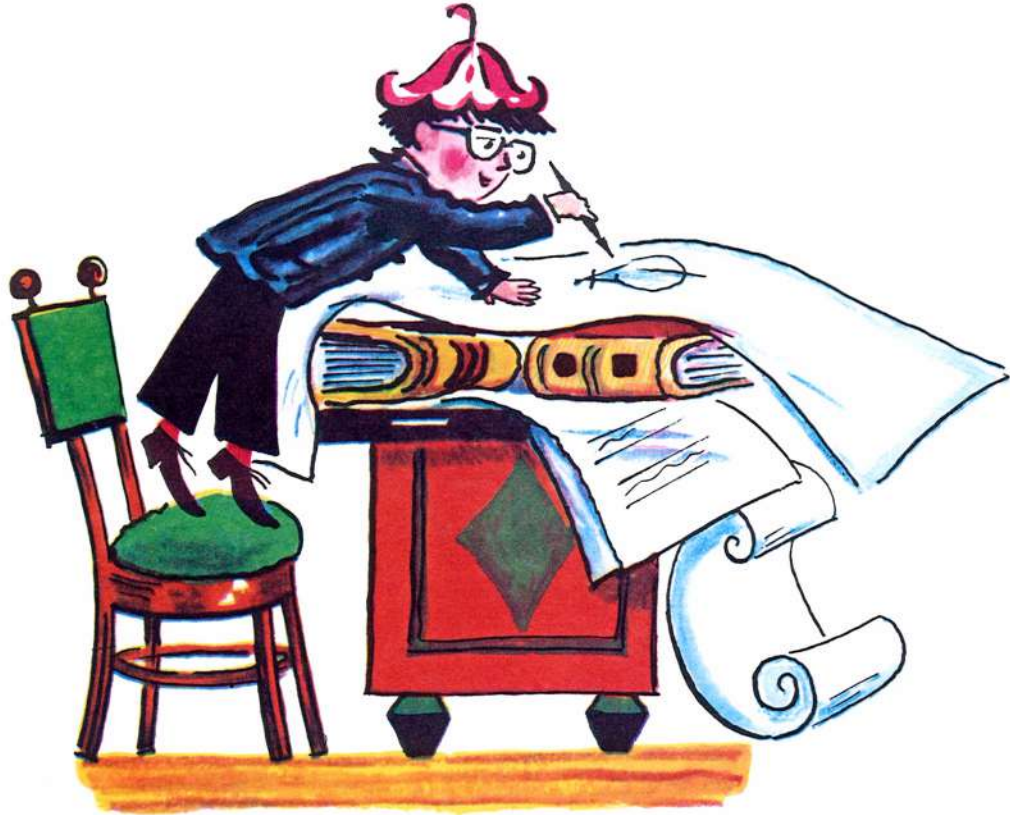
'মোটেই জবলেপুড়ে মরব না,' জবাব দিল ঝাঁকড়া, 'জবলেপুড়ে মরতে বয়েই গেছে আমার!'

'জবলেপুড়ে মরবি, বললাম ত জবলেপুড়ে মরবি!' আনাড়ি বেশ জোর দিয়ে বলল। 'এমনই জিনিস না কী বলব! তুই স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবি নে।'

'কী এমন জিনিস, শুনি?' ঝাঁকড়ার জানতে আগ্রহ হল এবারে।

'আমরা শিগগিরই বেলুন বানাব, তাতে চেপে ঘুরতে বেরোব।'

ঝাঁকড়ার হিংসে হল। তারও ইচ্ছে হচ্ছিল অন্তত কিছু একটা নিয়ে বড়াই করে, তাই সে বলল:

'হুঃ, বেলুন! ও আর এমন একটা কী! আমি কিন্তু খুকুদের সঙ্গে ভাব করে ফেলেছি।'

'কোন্‌ খুকুদের সঙ্গে?'

'এই যে এই এদের সঙ্গে,' বলে ঝাঁকড়া আঙুল দিয়ে খুকুদু'জনকে দেখিয়ে দিল। 'এই যে এই খুকুটার নাম টুমটুমি, আর এর নাম ঝুমঝুমি।'

টুমটুমি আর ঝুমঝুমি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছিল আনাড়ির দিকে।

আনাড়ি আড়চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে বলল:

'আচ্ছা, এই কথা! তুই না আমার বন্ধু!'

'আমি তোর বন্ধু, আবার ওদেরও। তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে অন্যদের সঙ্গে হতে বাধা আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আছে,' আনাড়ি বলল। 'খুকুদের সঙ্গে যে ভাব করে সে নিজেই খুকু। ওদের সঙ্গে এক্ষুনি আড়ি করে দে বলছি!'

'আড়ি করতে যাব কেন?'

‘আমি বলছি, আড়ি কর্! নইলে আমি নিজেই কিন্তু তোর সঙ্গে আড়ি করে দেব।’

‘কর্ গে। ভারী আমার!’

‘করবই ত, আর তোর টুমটুমি ঝুমঝুমিকেও এইসা দেব না!’

আনাড়ি ঘুষি পাকিয়ে খুকুদু’জনের দিকে তেড়ে গেল। ঝাঁকড়া ওর পথ আগলে দাঁড়াল, ওর কপালে একটা ঘুষি মেরে বসল। ওদের দু’জনের মধ্যে মারামারি বেধে গেল, টুমটুমি ঝুমঝুমিও ভয় পেয়ে গিয়ে এই ফাঁকে পালাল।

‘তুই এই খুকুদের জন্যে কিনা আমার কপালে ঘুষি মারলি?’ ঝাঁকড়ার নাকের

ওপর ঘুষি ঝাড়ার চেষ্টা করতে করতে আনাড়ি চেঁচিয়ে বলল।

‘ওদের সঙ্গে তুই খারাপ ব্যবহার করিস কেন?’ এলোপাতাড়ি ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঝাঁকড়া বলল।

‘ওঃ, ওদের হয়ে তুই কথা বলতে এসেছিস!’ উত্তরে এই বলে আনাড়ি তার বন্ধুর মাথার চাঁদিতে এমন দড়াম করে এক ঘুষি বসিয়ে দিল যে ঝাঁকড়া বসেই পড়ল, তারপর সে পিঠটান দিল।

‘তোর সঙ্গে আমার আড়ি!’ তার পেছন পেছন চেঁচিয়ে বলল আনাড়ি।

‘তোর যা খুশি!’ উত্তরে ঝাঁকড়া বলল। ‘নিজেই প্রথমে ছুটে আসবি ভাব করতে।’

'মোটেই আসব না, দেখিস! আমরা বেলুনে চড়ে বেড়াতে যাব।'

'তোদের দৌড় জানা আছে — ছাদ থেকে চিলেকোঠার মাথা অবধি!'

'তোরই ঐ অবধি দৌড়!' এই বলে আনাড়ি চলে গেল রবার গাছের রসের খোঁজে।

পিপেটা রবারের রসে ভরতি হয়ে যাবার পর চৌকস আচ্ছা করে রসটা মিশিয়ে নিয়ে বল্টুকে গাড়ির টায়ার ফোলানোর পাম্প আনতে বলল। এই পাম্পের সঙ্গে চৌকস একটা রবারের নল যোগ করল, নলের খোলা মুখটায় রবারের রস ঢেলে দিয়ে বল্টুকে আস্তে আস্তে পাম্প দিয়ে বাতাস বার করতে বলল। বল্টু পাম্প করতে শুরু করল, সঙ্গে সঙ্গে রবারের রস থেকে ফুলতে ফুলতে হতে লাগল একটা বুদ্বুদ — সাবানের ফেনা থেকে যেমন বুদ্বুদ হয় ঠিক তেমনি। চৌকস এই বুদ্বুদটাকে অনবরত চারদিক থেকে রবারের রস মাখাতে লাগল, আর বল্টুও অবিরাম পাম্প করে চলল, তাই বুদ্বুদটা দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে একটা বিরাট বেলুনের আকার নিল। চৌকসের পক্ষে এখন আর বেলুনটার চারপাশে রস মাখানো সম্ভব হয়ে উঠছিল না, তাই সে অন্য খোকনদেরও রস মাখাতে বলল। সকলে সঙ্গে সঙ্গে কাজে হাত লাগাল। বেলুনের পাশে সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কেবল আনাড়িই বেলুনের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে শিস দিতে লাগল। সে বেলুন থেকে যতদূর পারা যায় তফাতে থাকার চেষ্টা করল। দূর থেকে বেলুনটার দিকে তাকাতে তাকাতে বিড়বিড় করে বলে চলল:

'ফাটবে, বেলুনটা ফাটবে! এই ফাট্‌ল বলে! উঃ!'

বেলুন কিন্তু ফাট্‌ল না, মিনিটে মিনিটে বড় আরও বড় হতে লাগল। দেখতে দেখতে ফুলে এত বড় হল যে ওপর থেকে আর পাশ থেকে ওটার গায়ে রস মাখাতে

গিয়ে খোকনদের উঠতে হল উঠোনের মাঝখানের বাদামঝোপের ওপরে।

বেলুন ফোলানোর কাজ দু'দিন ধরে চলল; বেলুনটা যখন একটা বাড়ির সমান বড় হল তখন সে কাজ থামল। এরপর বেলুনের ভেতর থেকে বাতাস যাতে বেরিয়ে না যায় তার জন্য নীচেকার রবারের নলের মুখটা দড়ি দিয়ে বেঁধে চৌকস বলল:

'এবারে বেলুন শুকোতে থাক, আমরা ততক্ষণে অন্য কাজে হাত দেব।'

বেলুনটাকে সে দড়ি দিয়ে বাদামঝোপের সঙ্গে বাঁধল, যাতে বাতাসে উড়ে চলে না যায়, এরপর খোকনদের সে দুটো দলে ভাগ করল। একটা দলকে সে গুটির পাক খুলে রেশমী সুতো বানানোর জন্য রেশমগুটি যোগাড়ের ভার দিল। এই সুতোগুলো থেকে সে তাদের বিশাল একটা জাল বানাতে বলল। আরেকটা দলকে চৌকস বার্চ গাছের পাতলা ছাল থেকে একটা বড় ঝুড়ি বানানোর ভার দিল।

চৌকস যখন তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে এই কাজে ব্যস্ত তখন ফুলনগরীর সমস্ত লোকজন বাদামঝোপের সঙ্গে বাঁধা বিশাল বেলুনটা এসে দেখে যেতে লাগল। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হচ্ছিল বেলুনটাকে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে, কেউ কেউ আবার সেটা ওঠানোরও চেষ্টা করল।

'বেলুনটা হাল্‌কা,' ওরা বলাবলি করল, 'অনায়াসে এক হাতে এটাকে ওপরে ওঠানো যায়।'

'সে না হয় হল, কিন্তু আমার মতে, ওটা উড়বে না,' ডুবান্তি নামে এক খোকন বলল।

'উড়বে না কেন, শুনি?' অন্যেরা জিজ্ঞেস করল।

'কেন উড়বে না? উড়তে যদি পারতই তাহলে এমন করে স্রেফ মাটিতে পড়ে থাকত না, ওপরে উঠে থাকত। তার মানে অমনিতে হালকা হলে কী হবে,আসলে ভারী,' ডুবান্তি বলল।

টুকুনরা ভাবতে বসল।

'হুম্, তাই ত,' ওরা বলল। 'বেলুন হালকা হলে কী হবে, আসলে ভারী। এটা ঠিকই। উড়বে কী করে?'

ওরা চৌকসকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু চৌকস বলল:

'একটু সবুর কর্। শিগগিরই দেখতে পাবি।'

চৌকস টুকুনদের খুলে কিছু না বলায় ওদের আরও বেশি সন্দেহ হতে লাগল। ডুবান্তি সারা শহর ঘুরে ঘুরে আজেবাজে গুজব ছড়াতে লাগল।

'কিসের জোরে বেলুন ওপরে উঠতে পারে তোরাই বল্ না?' তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলত: 'কোন কিছুর জোরেই সেটি হবার নয়! পাখিরা আকাশে ওড়ে তাদের ডানা আছে বলে, রবারের বেলুন তাই বলে ওপরে উঠতে পারে না। ওটা কেবল নীচেই নামতে পারে।'

শেষকালে শহরের কারোরই আর এই তামাসার ওপর আস্থা রইল না। সকলে কেবল হাসাহাসি করে, চোকস্নের বাড়িটার সামনাসামনি এসে বেড়ার আড়াল থেকে বেলুনটা দেখে আর বলাবলি করতে থাকে:

'দ্যাখ দ্যাখ! উড়ছে! হা-হা-হা!'

কিন্তু চোকস এই সব হাসিঠাট্টার দিকে কোন আমল দিল না। রেশমের জাল তৈরি হয়ে গেলে সে জালটাকে বেলুনের ওপর ছুঁড়ে দিতে বলল। জাল টেনে তাই দিয়ে বেলুনটাকে ওপর থেকে ঢেকে দেওয়া হল।

'দ্যাখ দ্যাখ!' টুকুনরা বেড়ার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে বলল। 'জাল দিয়ে বেলুনটাকে ধরা হচ্ছে। ওদের ভয় হচ্ছে বেলুন উড়ে যাবে হা-হা-হা!'

চোকস বেলুনের নীচটা দাড় দিয়ে বাদামঝোপের ডালের সঙ্গে বেঁধে ওপরের দিকে টানতে বলল।

ব্যস্তবাগীশ ও বলটু তৎক্ষণাৎ দড়ি নিয়ে বাদামঝোপের ওপরে গিয়ে উঠল, তারা বেলুনটাকে ওপরের দিকে টানতে লাগল। এতে দর্শকরা হেসেই কুটিপাটি।

'হা-হা-হা!' তারা হাসতে হাসতে বলল। 'খাসা বেলুন! দড়ি দিয়ে ওপ.র টানতে হয়! দড়ি দিয়ে যদি ওঠাতে হয় তাহলে আর উড়বে কী করে?'

'ঐ রকমই উড়বে আর কি!' ডুবান্তি বলল। 'ওরা বেলুনের মাথার ওপরে গিয়ে বসে দড়ি ধরে টানতে থাকবে—বেলুন উড়বে।'

বেলুন মাটির খানিকটা ওপরে ওঠানোর পর জালের চারটে ধার যখন নীচে ঝুলে রইল তখন চোকস তার সঙ্গীসাথীদের জালের ধারগুলোতে বার্চ গাছের ছালের ঝুড়িটা বাঁধতে বলল। ঝুড়িটা ছিল চারকোণা। ঝুড়ির চারধারে ছিল চারটে বেঞ্চি। প্রত্যেক বেঞ্চিতে চারজন করে খোকন ধরতে পারে।

ঝুড়ির চারকোণা জালের সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেলে চৌকস জানাল যে বেলুন তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেছে। ব্যস্তবাগীশ ভাবল বুঝি এখনই ওড়া যাবে, কিন্তু চৌকস জানাল যে এরপর সকলের জন্য একটি করে প্যারাসুট বানানো দরকার।

'প্যারাসুট কেন আবার?' আনাড়ি জিজ্ঞেস করল।

'বেলুন যদি ফাটে, তখন? তাহলে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে হবে।'

পরের দিন চৌকস ও তার সঙ্গীসাথীরা প্যারাসুট বানানোর কাজে লেগে গেল। প্রত্যেকে ড্যান্ডেলিয়ন ফুলের রোঁয়া থেকে যার যার প্যারাসুট তৈরি করল, কী করে করতে হয় তা চৌকসই সকলকে দেখিয়ে দিল।

শহরের বাসিন্দারা বেলুনটাকে স্থির অবস্থায় ডালে ঝুলতে থাকতে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল:

'এই ভাবে ঝুলে থাকতে থাকতেই এক সময় ওটা ফেটে যাবে। ওড়া-টোড়া আর হচ্ছে না।'

'তোমরা রওনা হচ্ছ না কেন?' বেড়ার ওপাশ থেকে ওরা চেঁচিয়ে বলল। 'ওড়া দরকার, নইলে তার আগেই বেলুন ফটাস হয়ে যাবে।'

'চিন্তার কারণ নেই,' চৌকস তাদের বলল। 'আমরা যাত্রা করছি আগামীকাল, সকাল আটটায়।'

অনেকেই হেসে উঠল, কারও কারও আবার সন্দেহ হল—বেলুন আকাশে উঠলেও উঠতে পারে।

'বলা যায় না, সত্যিই যদি ওড়ে!' তারা বলল। 'কাল এসে দেখতে হয়।'

Н. Носов

КАК ЗНАЙКА ПРИДУМАЛ ВОЗДУШНЫЙ ШАР

На языке бенгали

Nikolai Nosov

HOW DOONO INVENTED THE BALLOON

In Bengali

Перевод сделан по книге:
Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей.
М., «Детская литература», 1958 г.

ছোট শিশুদের জন্য

ИБ № 1882

Редактор русского текста М. Е. Шумская.
Контрольный редактор В. Н. Горонова
Художник Б. М. Калаушин
Художественный редактор С. К. Пушкова
Технический редактор Е. И. Скребнева
Корректор Н. А. Антонова

Сдано в набор 30.08.84. Подписано в печать 20.05.85. Формат 60x90/8. Бумага офсетная. Гарнитура бенгали.
Печать офсетная. Печ. л. 2,5. Усл. кр.-отт. 11,0. Уч.-изд. л. 2,25. Тираж 27330 экз. Заказ №4508. Цена 27 к.
Изд. № 1233.

Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17.
Ленинградская фабрика офсетной печати № 1 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 197101, ул. Мира, 3.

Н $\frac{4803010102—267}{031(05)—85}$ 092—85

27 к.

আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-000109-9